দ্বীনী প্রশ্নোত্তর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ সিয়াম ও রোযা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

এক দেশে চাঁদ দেখা গেলে কি পৃথিবীর সকল দেশে রোযা বা ঈদ করা জরুরী নয়?

মহান আল্লাহ বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে উপনীত হবে, সে যেন রোযা রাখে।” (বাক্বারাহঃ ১৮৫) আর মহানবী (সঃ) বলেছেন, “তোমরা চাঁদ দেখলে রোযা রাখো।” ২৫০ (বুখারী ১৯০০, মুসলিম ১০৮০ নং)
এই নির্দেশ থেকে অনেকে বুঝেছেন যে, সারা বিশ্বের ২/১ জন মুসলিম চাঁদ দেখলেই সকল মুসলিমদের জন্য রোযা বা ঈদ করা জরুরী। কিন্তু সাহাবাগণ এরূপ বুঝেননি। তাঁরা উদয়স্থলের পার্থক্য মেনে নিয়ে শাম দেশের চাঁদের খবর নিয়ে মদিনায় ঈদ করেননি।

কুরাইব বলেন, একদা উম্মুল ফাযল বিন্তে হারেষ আমাকে শাম দেশে মু'আবিয়ার নিকট পাঠালেন। আমি শাম (সিরিয়া) পৌঁছে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করলাম। অতঃপর আমার শামে থাকা কালেই রমযান শুরু হল। (বৃহস্পতিবার দিবাগত) জুমআর রাত্রে চাঁদ দেখলাম। অতঃপর মাসের শেষ দিকে মদিনায় এলাম। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রঃ) আমাকে চাঁদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা কবে চাঁদ দেখেছ?” আমি বললাম, “আমরা জুমআর রাত্রে দেখেছি।” তিনি বললেন, “তুমি নিজে দেখেছ?” আমি বললাম, “জি হ্যাঁ। আর লোকেরাও দেখে রোযা রেখেছে এবং মুআবিয়াও রোযা রেখেছেন।” ইবনে আব্বাস (রঃ) বললেন, “কিন্তু আমরা তো (শুক্রবার দিবাগত) শনিবার রাত্রে চাঁদ দেখেছি। অতএব আমরা ৩০ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখতে থাকবে।” আমি বললাম, “মুআবিয়ার দর্শন ও তাঁর রোযার খবর কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়?” তিনি বললেন, “না। আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) আমাদেরকে এ রকমই আদেশ দিয়েছেন।” ২৫১ (মুসলিম ১০৭৮ নং)

আমরা মনে করি, আমরা সালাফী। অতএব সালাফীদের বুঝ নিয়েই আমাদের উচিৎ কুরআন-হাদীস বুঝা এবং উদয়স্থলের ভিন্নতা গণ্য করে নেওয়া। তাছাড়া আমভাবে শরীয়তের সকল নির্দেশ একই রকম সময়ে মান্য কয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। যেমনঃ-

মহান আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা পানাহার কর; যতক্ষণ কালো সুতা (রাতের কালো রেখা) হতে ঊষার সাদা সুতা (সাদা রেkotখা) স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।” (বাক্বারাহঃ ১৮৭) মহানবী (সঃ) বলেন, “রাত যখন এদিকে (পূর্ব গগন) থেকে আগত হবে, দিন যখন এদিকে (পশ্চিম গগন) থেকে বিদায় নেবে এবং সূর্য যখন অস্ত যাবে, তখন রোযাদার ইফতার করবে।” ২৫২ (বুখারী ১৯৪১, ১৯৫৪, মুসলিম ১১০০, ১১০১ আবূ দাঊদ ২৩৫১, ২৩৫২, তিরমিযী)

উক্ত নির্দেশ দুটি সাড়া বিশ্বের সকল মুসলিমদের জন্য একই সাথে মান্য করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে কেউ বলেন না যে, নির্দেশ ব্যাপক। অতঃএব সারা বিশ্বের ২/১ জন মুসলিম ফজর উদয় দেখলেই সকল মুসলিমদের জন্য পানাহার বন্ধ করা জরুরী। অথবা সাড়া বিশ্বের ২/১ জন মুসলিম সূর্যাস্ত দেখলেই সকল মুসলিমদের জন্য ইফতার করা জরুরী। বরং বিশ্বের প্রতীচ্যের লোক যখন ইফতার করে, প্রাচ্যের লোক ইফতার করে তাঁদের থেকে প্রায়

১২-১৫ ঘণ্টা পরে।

সুতরাং ঈদ সারা বিশ্বে একদিনে একই সময়ে হওয়া সম্ভব নয়। আর নাই-বা হল একই দিনে ঈদ। কি এমন ঐক্য আছে এতে? কত শত বিষয়ে মতভেদ ও মতানৈক্য। হৃদয়ে-হৃদয়ে, বিশ্বাসে ও আচরণে কত ভিন্নতা। কেবল ঈদের দিনের অভিন্নতা নিয়ে কোন ফল ফলবে? তবুও বলবে, এ বিষয়ে উলামাদের 'ইজমা' হলে দোষ নেই।

প্রকাশ থাকে যে, যারা উক্ত হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে সঊদী আরবের সাথে রোযা ঈদ করে থাকেন, তাঁরাও কিন্তু অনেক সময় ভুল করেন। কারণ সঊদী আরব অন্য দেশের চাঁদ দেখে ঈদ করে না। তাঁর পশ্চিমে আফ্রিকার কোন দেশের চাঁদ দেখে সঊদীরা রোযা ঈদ করেন না। তাহলে উপমহাদেশ থেকে চোখ বুজে সাউদিয়ার অনুকরণ করলে উক্ত হাদীসের উপর তাঁদের আমল হয় না, যে হাদীস পেশ করে তাঁরা মনে করেন যে, সারা বিশ্বের মুসলিমগণকে একই সাথে রোযা ঈদ করতে হবে।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=194

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন